প্রথম আলো
বুধবারের ক্রোড়পত্র
৮ ফেব্রুয়ারি ২০১২

কুইন্স এন্ট্রাপ্রেনিউরস কম্পিটিশন, কানাডা

কানাডা বিজয়

স্বপ্ন নিয়ে প্রতিবেদক ঃ

২১ জানুয়ারি সন্ধ্যা ছয়টা। শূন্যের চেয়ে সাত ডিগ্রি নিচে তাপমাত্রায় জমে বরফ হয়ে আছে কানাডার সবচেয়ে বড় শহর টরন্টো। ঠান্ডায় কাঁপতে কাঁপতে অভিজাত হোটেল ওয়ান কিং ওয়েস্টের ভেতরে ঢুকে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন মাহবুব, অঞ্জলি আর নাদিফ। এখানেই চলছে কানাডার অন্যতম বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় কুইন্স ইউনিভার্সিটি আয়োজিত 'কুইন্স এন্ট্রাপ্রেনিউরস কম্পিটিশন'-এর গ্র্যান্ড ফিনালে।

শুধু কানাডা নয়, জাঁকজমকপূর্ণ এই প্রতিযোগিতার ফাইনালে অংশ নিচ্ছেন যুক্তরাষ্ট্র, সিঙ্গাপুর এমনকি আফ্রিকা থেকে আসা তরুণ উদ্যোক্তারা। এ প্রতিযোগিতায় ফাইনালে উঠে এসেছে ইউনিভার্সিটি অব টরন্টো, ইউনিভার্সিটি অব ওয়াটারলু, এমোরি ইউনিভার্সিটি, সিঙ্গাপুর ম্যানেজমেন্ট ইউনিভার্সিটির মতো শক্তিশালী দলগুলো। সঙ্গে কুইন্স ইউনিভার্সিটির নিজেদের দল তো রয়েছেই। আর ফাইনালিস্ট তালিকায় রয়েছে বাংলাদেশের একটি দলও। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএর তিন শিক্ষার্থী মাহবুবুর রহমান, অঞ্জলি সরকার, ইমরান শিকদার (ব্যক্তিগত কারণে কানাডা যেতে পারেননি) এবং কুইন্স ইউনিভার্সিটির নাদিফ ফারহান আহমেদ—এই চার তরুণের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় তৈরি হয়েছে 'টয়লেট প্লাস' প্রকল্প, যা কিনা স্থান করে নিয়েছে সেরা ছয়টি প্রকল্পের মধ্যে। প্রথমবারের চেষ্টাতেই ২৪ বছর ধরে চলে আসা এই প্রতিযোগিতার ফাইনাল পর্যন্ত উঠে আসাটাই বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের কাছে ছিল বিরাট অর্জন। কিন্তু আসল বিস্ময় তখনো বাকি। রাতের খাবার শেষে যখন ফল ঘোষণা করা শুরু হচ্ছে, কেউ ভাবতেও পারেনি, সবচেয়ে পেছনের সারিতে বসে থাকা বাংলাদেশের এই দলটিই হতে যাচ্ছে চ্যাম্পিয়ন!

অবশেষে তা-ই হলো। তৃতীয় নয়, দ্বিতীয় নয়, একেবারে প্রথম পুরস্কারটিই জিতে নিল বাংলাদেশ! বিস্ময়ে, আনন্দে, উল্লাসে তখন অভিভূত মাহবুব, অঞ্জলি, নাদিফ। পুরস্কার নেওয়ার জন্য যখন সামনে এগিয়ে যাচ্ছেন তাঁরা, অনুষ্ঠানে উপস্থিত গণ্যমান্য সবাই ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছেন সুদূর বাংলাদেশ থেকে আসা এই তরুণ উদ্যোক্তাদের সম্মান দেখানোর জন্য। মুহুর্মুহু করতালির মধ্যে তাঁদের হাতে তুলে দেওয়া হলো প্রথম পুরস্কার ১৫ হাজার ডলারের একটি চেক। শুধু প্রথম পুরস্কারই নয়, সবচেয়ে 'টেকসই উন্নয়নমূলক প্রকল্প' হিসেবে অতিরিক্ত এক হাজার ডলারের বিশেষ পুরস্কারটিও তুলে দেওয়া হলো তাঁদের হাতে। দু-দুটো বিশাল সাইজের চেক হাতে নিয়ে তখন খুশিতে আটখানা মাহবুব, অঞ্জলি আর নাদিফ। ই-মেইলের বদৌলতে কিছুক্ষণের মধ্যেই খবর পৌঁছে যায় বাংলাদেশে, দলের আরেক সদস্য ইমরান শিকদারের কাছে। বিজয়ের আনন্দে শামিল হন তিনিও।

কিন্তু কী এই টয়লেট প্লাস? আর কীভাবেই বা হলো এত কিছু? এই ১৬ হাজার ডলার (বাংলাদেশি টাকায় প্রায় ১৩ লাখ) পুরস্কার পাওয়ার পেছনের গল্প জানতে চাইলে মাহবুব বলেন, আইবিএতে গত বছরের মাঝামাঝি সময়ে তাঁদের একটি কোর্স ছিল 'ব্যবসায় উদ্যোগ'। সেই কোর্সে ক্লাসের সবাইকে নিজেদের উদ্ভাবিত একটি ব্যবসায় পরিকল্পনা জমা দিতে হয়। কী ব্যবসা করা যায় ভাবতে ভাবতে হঠাৎ চোখে পড়ে জাপানিজ অ্যাসোসিয়েশন ফর ড্রেনেজ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টের (জেড) ওয়েবসাইটে এক ভিন্নধর্মী স্যানিটেশন মডেল। বাংলাদেশে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রচলিত ধারার চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা এই মডেলের নাম 'ইকোস্যান', যাতে কিনা একই সঙ্গে সুলভে স্যানিটেশন নিশ্চিত করা হয় এবং উৎপন্ন বর্জ্য পুনরায় ব্যবহার করে জৈব সার বানানো হয়। অন্য সবার চোখ-ধাঁধানো শহরকেন্দ্রিক ব্যবসার পাশে গ্রামের মানুষকে নিয়ে এই স্যানিটেশন প্রকল্প কতটুকু পাত্তা পাবে, তা নিয়ে একটু সন্দিহান ছিলেন সবাই। কিন্তু তাঁদের শিক্ষক শেখ মুর্শেদ জাহানের সর্বাত্মক সহায়তা আর উৎসাহে অবশেষে দিব্যি দাঁড়িয়ে যায় 'টয়লেট প্লাস' নামের এই প্রকল্প।

দীর্ঘ ছয় মাসের পরিশ্রমের ফসল 'টয়লেট প্লাস' যখন প্রায় দাঁড়িয়ে গেছে, তখন অনেকটা খেয়ালের বশেই কুইন্সের এই প্রতিযোগিতায় পরিকল্পনাটি পাঠিয়ে দেওয়া হয়। মাহবুব, অঞ্জলি আর ইমরানের সঙ্গে দলে যোগ দেন কুইন্সের শিক্ষার্থী নাদিফ। তারপর এখন তা বাংলাদেশের তরুণদের বিজয়ের এক ইতিহাস!

তবে যাত্রাটা এত সহজ ছিল না, এ কথা মানতেই হবে। অঞ্জলি জানালেন, যখন প্রথম কানাডা থেকে আমন্ত্রণপত্র আসে, তখন ঢাকা থেকে টরন্টো যাওয়ার খরচ দেখেই চক্ষু স্থির হয়ে গিয়েছিল সবার। কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি, কানাডায় গিয়ে এই প্রকল্প উপস্থাপন করা সম্ভব হবে। শেষ পর্যন্ত এই দলটিকে সহায়তা করতে এগিয়ে আসেন আইবিএ কমিউনিকেশন ক্লাবের মডারেটর ও শিক্ষক খালেদ মাহমুদ। আইবিএর পরিচালক অধ্যাপক গোলাম মোহাম্মদ চৌধুরী এবং অধ্যাপক সৈয়দ মুনীর খসরুর কাছে গভীর কৃতজ্ঞ 'টয়লেট প্লাস' দল। তাঁদের সহযোগিতায় বহুজাতিক কোম্পানি ইউনিলিভার বাংলাদেশের লাইফবয় ব্র্যান্ডের স্পনসরশিপ নিয়ে কানাডার পথে পাড়ি জমান মাহবুব ও অঞ্জলি। এদিকে প্রতিযোগিতা শুরু হচ্ছে ১৯ তারিখে, হাতে নিঃশ্বাস ফেলারও সময় নেই। ঝড়ের গতিতে মাহবুব আর অঞ্জলি সব কাগজপত্র জোগাড় করে ১৮ জানুয়ারি সকালে রওনা হন কানাডার পথে।

পৃথিবীর অর্ধেক পাড়ি দিয়ে এসে ঘুমানোর সময়টুকুও হয়নি তাঁদের। তার আগেই প্রতিযোগিতায় প্রকল্প উপস্থাপন। তা-ও একবার নয়; দু-দুবার। কিন্তু সব কষ্ট ভুলে যান তাঁরা, যখন যুক্তরাষ্ট্র আর কানাডা থেকে আসা বাঘা বাঘা দলকে হারিয়ে ১৬ হাজার ডলারের চেক উঠে আসে তাঁদের হাতে।

পুরস্কারের এই অর্থ দিয়ে খুব শিগগির তাঁরা শুরু করবেন পাইলট প্রকল্প। উপযুক্ত সহায়তা আর পৃষ্ঠপোষকতা পেলে 'টয়লেট প্লাস'-এর পরিকল্পনা বাস্তবে রূপ দেওয়া কেবল সময়ের অপেক্ষা—জানালেন অঞ্জলি। বাংলাদেশে শুরু হবে স্যানিটেশন বিপ্লব, ডায়রিয়ার মতো রোগে আর একটি শিশুও মারা যাবে না—এমন স্বপ্নই এখন দেখছেন তাঁরা। সুদূর কানাডা থেকে শুধু অর্থই নয়, এই তরুণ উদ্যোক্তারা বয়ে এনেছেন বাংলাদেশের জন্য গৌরব, আরও হাজার তরুণের জন্য সৃষ্টি করেছেন অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। প্রমাণ করে দিয়েছেন, আমরাও পারি! ৫৫

পুরস্কারের চেক হাতে বাংলাদেশের তিন প্রতিযোগী

বিশ্বের সেরা সব বিশ্ববিদ্যালয়কে পেছনে ফেলে ১৬ হাজার ডলার (বাংলাদেশি প্রায় ১৩ লাখ টাকা) উদ্যোক্তা পুরস্কার জিতলেন বাংলাদেশের চার শিক্ষার্থী। যাঁদের তিনজন পড়ছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএতে এবং আরেকজন কানাডার কুইন্স ইউনিভার্সিটিতে।